খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ৬ই মার্চ, ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

যারা নিজেদের ঘর গুলোকে তুচ্ছ কারণে শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থে ধ্বংস করছে তাদের ভাবা উচিত এবং গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু আপনাদেরই সন্তান নয় বরং তারা জামাত এবং জাতিরও মূলধন।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَلْتَنظُرْنَفْسٌمَّاقَدَّمَتْلِغَدٍ ۖوَاتَّقُوااللَّهَ ۚإِنَّاللَّهَخَبِيرٌبِمَاتَعْمَلُونَ
[١٨:٥٩]وَلَاتَكُونُواكَالَّذِينَنَسُوااللَّهَفَأَنسَاهُمْأَنفُسَهُمْ ۚأُولَٰئِكَهُمُالْفَاسِقُونَ [١٩:٥٩]

এই আয়ত দু'টো সূরা হাশর থেকে নেয়া হয়েছে। এর অনুবাদ হলো,

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির এ কথার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রে প্রেরণ করছে? এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা-ই কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হইও না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে ফলে তিনিও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। আর এরাই দুষ্কৃতকারী।

সচরাচর যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো, সকল পাপ এবং গুনাহ্‌র মূল কারণ হলো, সে সকল পাপ এবং গুনাহ্‌কে তুচ্ছ মনে করা হয় আর সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা হয় না বা সে দিকে মনযোগ দেয়া হয় না। কিন্তু এই অসাবধানতাই পরবর্তীতে মানুষকে বড় পাপে লিপ্ত করে কেননা এর ফলে মানুষ ধীরে ধীরে নেকি এবং পুণ্যকে ভুলে যায়, নেকি এবং পুণ্যের সেই মানকে ভুলে বসে যাতে এক মু'মিনের উপনীত হওয়া উচিত। খোদার ভয় কমে যায়। তাক্বওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পরের জীবনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে না। এক কথায় একজন ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি কার্যত ঈমানের আবশ্যকীয় শর্তাবলীকে জলাঞ্জলী দেয় আর ফলশ্রুতিতে খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সে আর মু'মিন হিসেবে গণ্য হয় না। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকেই আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জোরালভাবে বা তাকিদপূর্ণভাবে বলেন যে, কেবল আজকের বা এই পৃথিবীর ক্রীড়া-কৌতুক, পার্থিব আকর্ষণ, আরাম ও সাচ্ছ্যন্দ বা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক নিয়েই মত্ত থাকবে না বা উদ্বিগ্ন থাকবে না বরং তোমাদের মূল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত তোমাদের ভবিষ্যৎ বা তোমাদের আগামী দিন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় তোমাদের ঈমানের মান এবং আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করা তোমাদের মূল অগ্রগন্য বিষয় বা মূল চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। তোমাদের মৃত্যু উত্তর জীবন এবং পারলৌকিক জীবনে হিসেব নিকেশের ওপর ঈমান ও বিশ্বাস তোমাদের চিন্তা-ধারা বা চিন্তা চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। যদি এমনটি হয় কেবল তবেই তোমাদের সত্যিকার চারিত্রিক উন্নতিও হবে যা কেবল ভাসাভাসা বা বাহ্যিক চারিত্রিক বা নৈতিক গুণাবলি হবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তা সংরক্ষিত এবং সঞ্চিত থাকবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মু'মিন হওয়ার দাবী তখনই প্রকৃত বলে গণ্য হবে যদি আগামী দিন বা পরকালের ওপর তোমাদের দৃষ্টি থাকে। খোদার সত্তায় তোমাদের ঈমান নিশ্চিত, নিঃস্বার্থ এবং সত্যভিত্তিক তখন খোদার দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ হবে যদি আগামী দিন বা পরকালকে সামনে রেখে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের বা লাভের চেষ্টা কর এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে সচেষ্ট থাক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ প্রথম যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তা সম্পর্কে বলেন যে, "হে ঈমানদারগণ! খোদা ভীতির মাঝে জীবন অতিবাহিত কর আর তোমাদের প্রত্যেকের এ কথার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই যে, আমি পরকালের জন্য কী অগ্রে প্রেরণ করেছি এবং সেই খোদাকে ভয় কর যিনি খবীর এবং সর্বজ্ঞানী। তোমাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি তার দৃষ্টি রয়েছে অর্থাৎ তিনি সবিশেষ অবহিত এবং তিনি যাচাই বাছাইকারী তাই তিনি তোমাদের ত্রুটিপূর্ণ আমল বা কর্ম কোনভাবেই গ্রহণ করবেন না"।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশটি আমাদের প্রত্যেককে গভীর বিচার বিশ্লেষণ এবং চেষ্টার সহিত বুঝতে হবে যেন খোদার তাক্বওয়া অবলম্বন করে বা তাক্বওয়ার সাথে আমরা আমাদের কর্মের ওপর দৃষ্টি রাখি। সে সকল কথার ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখি যা আমাদের পরকালকে সুনিশ্চিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ সম্পর্কেও অবহিত এবং আমাদের সবকিছু তাঁর জানা আছে। তাঁকে শুধু বাহ্যিক কথা-বার্তার মাধ্যমে প্রতারিত করা বা ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয় বরং যেভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা ভেজাল ও খাঁটির মাঝে পার্থক্য করে থাকেন। ভেজালপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ কর্ম বা আমল তিনি গ্রহণ করবেন না। তাই এক মু'মিনের জন্য সত্যিই এটি ভাবার বিষয়, সে যেন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে যেখানে মানুষের কর্মের হিসাব হবে। যারা মু'মিন নয়, তাদের মত এই ইহজগতকেই আমরা যেন সবকিছু মনে না করি বরং সত্যিকার সফলতা লাভের জন্য শর্ত হলো, তাক্বওয়া অবলম্বন করা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "ইহকালে এবং পরকালে সাফল্য লাভের একটি রহস্য আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে উন্মোচন করেছেন আর তা হলো, মানুষ যেন আজকেই আগামী দিনের চিন্তা করে। এর ফলে ইহ জীবনও সুন্দর ও সুসজ্জিত হবে আর পরকালও সুন্দর এবং সুনিশ্চিত হবে"। তিনি আরও বলেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা **"ওয়াল তানযুর নাফসুম্মা কাদ্দামাত লেগাদ"** মেনে চললে মানুষ কেবল ইহজীবনেই সফলকাম হয় না বরং পরকালেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাফল্য লাভ করে। আমরা কখনও পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবো না যতক্ষন পর্যন্ত আজ থেকেই সেই স্থায়ী নিবাসের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ না করব। এ দৃষ্টিকোন থেকে আমি এটিও বলতে চাই যে, এই আয়াতটি বিয়ের খুতবাতেও আমরা পাঠ করে থাকি। বিয়ের খুতবায় ও এই আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা নিকাহ্ বা বিয়ের খুতবায় যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সেগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করে বলেন যে, তোমরা তোমাদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও দায়িত্ববান হবে আর এই সম্পর্কের সুবাদে যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তাও পালন কর। সত্য অবলম্বন কর, এর ফলে নেক কর্মের এবং আত্মিয়তার দায়িত্ব পালনের তৌফিক পাবে। যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চল, এতে তোমাদের সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন যে, তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়টি-ই সুন্দর ও সুনিশ্চিত থাকবে। ইহকালে পারিবারিক জীবন জান্নাত প্রতীম হয়ে উঠবে এবং খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলার কল্যানে পারলৌকিক পুরস্কারও লাভ হবে। আর সে কেবল নিজেই উপকৃত হবে না বরং তার সন্তান সন্ততিও পুন্যের পথে অগ্রসর হবে। এক কথায় সে শুধু নিজের ভবিষ্যতকেই সুনিশ্চিত করছে না বরং এক প্রকৃত মু'মিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যতেরও নিশ্চয়তার বিধান করবে। বরং বিধান করে থাকে যে, সাধারণত এমন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পুন্যের ওপর পদচারনাকারী হয়ে থাকে।

সুতরাং সে সকল ঘরবাসি বা সে সকল বংশ যারা নিজেদের ঘরকে তুচ্ছ কারণে ধ্বংস করছে খোদার নির্দেশ সম্পর্কে যদি প্রনিধানকারী হয়ে যায় এবং তার ওপর আমল করা শুরু করে তাহলে তারা শুধু নিজেদের ঘরের নিরাপত্তারই নিশ্চয়তা বিধান করবে না বরং নিজ সন্তানদের সঠিক তরবিয়ত ও সুশিক্ষা এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার পথের দিশারীও হয়ে যাবে। আর তাদের জীবন সুন্দর ও সুশোভিত করারও কারণ হবে বরং খোদা তা'লার পুরস্কার তারা ইহ জীবনেও লাভ করবে আর পরকালেও লাভ করবে। অতএব যারা নিজেদের ঘর গুলোকে তুচ্ছ কারণে শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থে ধ্বংস করছে তাদের ভাবা উচিত এবং গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু আপনাদেরই সন্তান নয় বরং তারা জামাত এবং জাতিরও মূলধন। তাদের সঠিক পথ দেখানো পিতামাতার দায়িত্ব আর এটি তখনই সম্ভব যদি পিতা-মাতা নিজেদেরকে খোদা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার অধিনস্ত রাখার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এটি হলো একটি দিক যে বিষয়ে সকল মু'মিনের চেষ্টা করার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন নিজের এবং সন্তান সন্ততির ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত করা যায়। আমাদের জীবনে বহু এমন মুহূর্ত আসে যখন আমরা তাক্বওয়ার নীতি অনুসরণ করি না। পরকালের ওপর দৃষ্টি রাখি না। এ পৃথিবীর উপায় উপকরণ এবং প্রয়োজন ও চাহিদাকেই সবকিছু মনে করি। অজ্ঞাতে বা অবচেতন মনে জাগতিক সাপোর্ট বা অবলম্বনকে আল্লাহ্ তা'লার ওপর প্রাধান্য দেই। আর এরপর নিজের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে এবং আলস্যের ফলশ্রুতিতে ইহজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ভবিষ্যৎকেও ধ্বংস করি, এ পৃথিবীতে নিজের যে আগামী দিন আছে সেটিকেও ধ্বংস করি আর পারলৌকিক স্বার্থকেও অবজ্ঞা করি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ফলাফল বা পরিণতি বা আগামী দিনের ওপর দৃষ্টি কিভাবে রাখতে হয় সে সম্পর্কে বলেন, এ কথার উপর ঈমান থাকা চাই যে, **"ওয়াল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন"**। অর্থাৎ

তোমরা যে কাজই কর আল্লাহ্ তা'লা সে সম্পর্কে অবগত এবং অবহিত। মানুষ যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, কোন সবিশেষ অবহিত এবং সর্বজ্ঞানী বাদশাহ্ রয়েছেন যিনি সকল প্রকার পাপাচারিতা, প্রতারণা, ধোঁকা এবং আলস্য ও ঔদাসীন্যকে দেখেন এবং তিনি এর শাস্তি দিবেন তাহলে সে রেহাই পেতে পারে বা বাঁচতে পারে। তিনি (রা.) বলেন যে, এমন ঈমান সৃষ্টি কর। তাই মু'মিনকে আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রাখতে বলে তার পারিবারিক বিষয়াদি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, বানিজ্যিক, দেশীয়, আন্তর্জাতিক এক কথায় সকল ক্ষেত্রে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর যে তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয় না তার এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্র শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হবে। সুতরাং এই চিন্তা চেতনার সাথে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত আর প্রতিটি কাজের পরিণতির দিকে এজন্য দৃষ্টি রাখা উচিত কেননা আমার প্রতিটি কর্মের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। এই চিন্তা-চেতনা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে এক মু'মিন প্রকৃত অর্থে মু'মিন হয়ে যায় বা প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পথে সে অগ্রসর হয়। যখন আমাদের সকলেই এমন চিন্তা চেতনা নিয়ে নিজেদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করবে এবং পালনের চেষ্টা করবে তখন জামাতের সার্বিক তাক্বওয়ার যে মান আছে তা-ও উন্নত হবে আর জামাতী পর্যায়েও অবলিলায় তাক্বওয়ার এই উন্নত মান দৃষ্টিগোচর হবে। তরবিয়ত বিভাগও সমস্যার সম্মুখিন হবে না আর উমুরে আমা ও বিচার বিভাগের জন্যও আর কোন সমস্যা থাকবে না। আর অন্যান্য বিভাগকেও আর স্মরণ করাতে হবে না বা চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাই নিজেদের হৃদয়কে সবসময় সকাল সন্ধ্যা সবর্দা বিশ্লেষণ করা উচিত আর শয়তানের আক্রমন হতে নিজেদের রক্ষা করার বা বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। । কিন্তু আজকের যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি হলো এ যুগের আধ্যাত্মিক ব্যাধি, আধ্যাত্মিক রোগ। আর আধ্যাত্মিক রোগ ব্যাধি বর্তমানে অনেক বেশী ছড়িয়ে রয়েছে আর মানুষ বুঝতেই পারে না যে, কখন শয়তান তার রক্তে প্রবেশ করে গেছে আর আধ্যাত্মিক রোগ ব্যাধিকে বৃদ্ধি করা আরম্ভ করেছে। কিন্তু রক্তে শয়তানের আবর্তনের ফলে যে রোগ দেখা দেয় তা দৈহিক ব্যাধির চেয়ে এই দিক থেকে বেশি ভয়াবহ।

সুতরাং রোগের আক্রমণের পূর্বেই এক মু'মিনের নিজের অবস্থা এবং অবস্থান খতিয়ে দেখে সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আর এই সমাজে আমি যেভাবে বলেছি বায়ুমন্ডলে স্থায়ীভাবে আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি বিরাজ করছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য অব্যাহত আমল বা স্থায়ী চিকিৎসারও প্রয়োজন রয়েছে এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। রসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাতে যখনই তিনি উঠতেন অতি বিনয় এবং নম্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা.) তার এই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন যে, খোদা তা'লা আপনার সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনার এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কী প্রয়োজন?এত ভয়-ভীতির সাথে নিজের জন্য কেন দোয়া করছেন? আপনার নিজের সম্পর্কে এত ভয়ের কারণ কী? বরং তিনি (সা.) বলেছেন যে, আমার মুক্তিও খোদার কৃপার ওপরেই নির্ভরশীল। আমারও স্থায়ীভাবে তাঁর সামনে বিনত বা সিজদাবনত থাকা প্রয়োজন। সুতরাং মহানবী (সা.) এ সব কিছু সত্ত্বেও যেখানে এত বিনয় এবং ভীতি প্রকাশ করে থাকেন সেখানে আর কে আছে যে বলতে পারে যে, আমার সবসময় এবং সকল কাজের ক্ষেত্রে আগামী দিনের ওপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নেই এবং কাজ করার পর খোদার কৃপা অনুসন্ধান করার দরকার নেই। তাই সবসময় সচেতন এবং সতর্ক থাকা উচিত। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে সর্বদা নিজেদের কাজ এবং নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। স্মরণ রাখা উচিত, মানুষ সচরাচর আল্লাহ্ তা'লাকে তিনভাবে ভুলে বসে বা সচরাচর তিন ধরণের মানুষ পৃথিবীতে আমাদের চোখে পড়ে যারা খোদা থেকে দূরে সরে গেছে বা দূরে অবস্থান করে।

প্রধানত এমন মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বাকে অস্বীকার করে আর বড় ধৃষ্টতার সাথে বলে বসে যে, আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই। যেভাবে আজকালকার মানুষের এক বিরাট শ্রেণী এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত যারা শিক্ষিত হওয়ার দাবী করে। তারা নিজেদের শিক্ষা নিয়ে বড় গর্ব করে। আর এরা মিডিয়া ইন্টারনেট এবং বিভিন্নভাবে যুবকশ্রেণী ও অপরিপক্ক মন মানসিকতার অধিকারী মানুষকে নিজেদের ধ্যান ধারণার মাধ্যমে বিষিয়ে তোলে।

দ্বিতীয় শ্রেণী তারা যাদের সর্বশক্তির আধার খোদার ওপর প্রকৃত এবং সত্যিকার ঈমান নেই যার সামনে একদিন তাদেরকে উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য উত্তর দিতে হবে। তা সত্ত্বেও তাঁর কথার ওপর তারা আমল করে না।

আর তৃতীয় শ্রেণী তারা যারা জাগতিক ঝঞ্ঝাটে এতটা লিপ্ত এবং নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। কখনও কোন সময় স্মরণ হলে নামাযও পড়বে আর দোয়াও করবে কিন্তু কোন স্থায়ীত্ব নেই বা অবিচলতা নেই। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন যে, এমন লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবহার করেন যে, **"ফা আনসাহুম আনফুসাহুম"**। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের বিষয়ে উদাসীন করে দিয়েছেন আর এমন মানুষ কখনও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

তাই আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বলেছেন যে, যদি সত্যিকার তাক্বওয়া তোমাদের মাঝে থাকে আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্ত্বায় যদি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে যদি ঈমান এবং বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই সকল শর্ত মোতাবেক জীবন যাপন কর যার অধীনে জীবন যাপনের জন্য খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো নিজেদের প্রতিটি কাজের পরিণাম দেখ। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যে, খোদা তা'লা তোমাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ বা কর্মকে দেখছেন। আর যদি মানুষের চিন্তা ভাবনা এমন হয়ে যায় তাহলে তার সকল কাজের ধরণ এবং রীতিই বদলে যায়। তখন মানুষ স্বয়ং অনুভব করে যে, এর কারণে আমার ওপর খোদার ফযলের বা কৃপার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন যে, এমন লোকদের মত হয়োনা যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "নাসুল্লাহা ফা আনসাহুম আনফুসাহুম উলাইকা হুমুল ফাসেকুন" অর্থাৎ যারা এই রহমত, কৃপা এবং পবিত্রতার উৎসস্থল মহা পবিত্র খোদাকে পরিত্যাগ করেছে আর নিজেদের দুস্কৃতি, ধূর্ততা এবং অপরিণাম দর্শীতা এক কথায় বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র এবং ধূর্ততার মাধ্যমে সফল হতে চায় অর্থ্যাৎ শিয়ালের মত চালাকি করে তারা সফলতা হস্তগত করতে চায়। উর্দূতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, 'শিয়ালের মত ধূর্ত ' । তিনি আরো বলেন যে, সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, সেই সকল লোকদের মত হয়োনা যারা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তোমরা দুঃখ-বেদনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না আর শান্তি পাবে না বরং সকল অর্থে লাঞ্চনার শিকার হবে। আর হতে পারে বন্ধুদের পক্ষ থেকেই সেই লাঞ্চনা আসবে। এমন মানুষ যারা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা কারা? তারা পাপাচারী ও দূরাচারী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকে না। তারা কেবল ঈমানের ক্ষেত্রেই কাঁচা নয়। খোদার সৃষ্টির প্রতি তারা ভালবাসা প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ তারা খোদার প্রাপ্য অধিকারও আদায় করে না আর বান্দাদের প্রাপ্যও তাদেরকে দেয় না।

সুতরাং আমাদের সবার নিজেদের প্রতিটি কর্মকে খোদার নির্দেশের অধিনস্ত করার চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের সাময়িক স্বার্থের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ বা আগামী দিনের ওপর আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (6th March 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B